খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 69 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 5 December, 2025 ● ১৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

দিল্লি পৌঁছোলেন পুতিন

স্বাগত জানাতে প্রোটোকল ভেঙে বিমানবন্দরে হাজির মোদী !

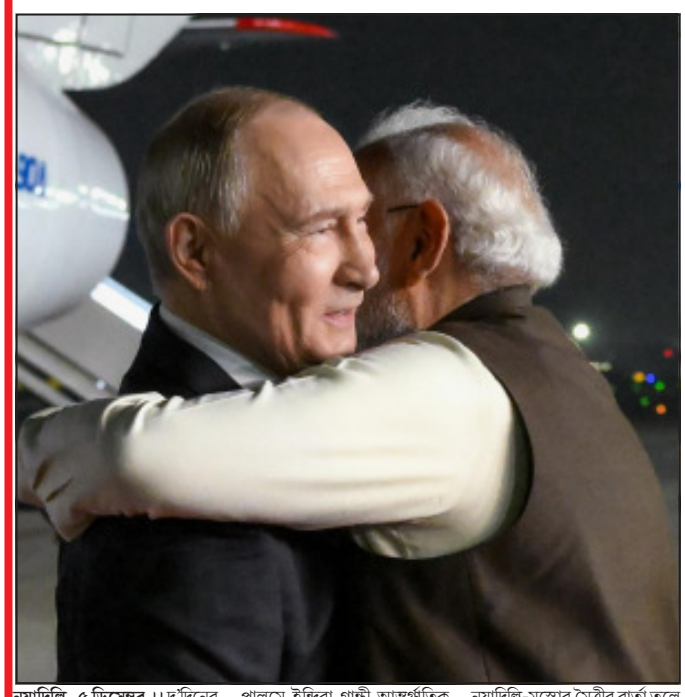

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ।। দু'দিনের ভারত সফরে নয়াদিল্লিতে পৌঁছোলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে স্বাগত গ্ধানাতে দিল্লির পালমে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রানওয়েতে দাঁড়িয়েই করমর্দনের পরে পুতিনকে আলিঙ্গন করে নয়াদিল্লি-মস্কোর মৈত্রীর বার্তা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। তার পরে একই গাড়িতে রওনা হলেন তাঁরা। সাধারণ প্রোশ্চোকল অনুযায়ী কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতা ভারত সফরে এলে তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত গ্ধানাতে হাজির থাকেন বিদেশমন্ত্রী বা বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। কখনও বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনও মন্ত্রী। কিন্তু ২০১৭ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত গ্ধানাতে প্রোশ্চোকল ভেঙে দিল্লি বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন মোদী। ২০১৮-য় ইগ্ধরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকেও মোদী নিগ্ধেই বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা গ্ধানাতে গিয়েছিলেন। এ বারের সফরে ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষবৈঠকে যোগদান করবেন পুতিন। পাশাপাশি, শুক্রবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি সই হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম, রাশিয়া থেকে আরও এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া শুডে'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বৃহস্পতিবার পুতিন বলেন, বলেন, "মহাকাশ গবেষণা, পরমাণুশক্তি, গ্ধাহাগ্ধ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের স্বার্থে ভারত এবং রাশিয়া একসঙ্গে কাগ্ধ করছে।" তিনি গ্ধানিয়েছেন, ভারত এবং রাশিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার নিয়েও আলোচনা করবে।

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় দেশপ্রেম অত্যন্ত জরুরী: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। এনসিসি শুধুমাত্র একটি কোর্স নয়, এনসিসি ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন শৈলী গঠন করতে দিশা দেখায়। এনসিসি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশভক্তি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করে এবং সমাজসেবায় আগ্রহ বাড়ায়। আজ নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ত্রিপুরা এনসিসি ফেস্ট ২০২৫ এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় দেশপ্রেম অত্যন্ত জরুরী। ছাত্রজীবন থেকেই দেশ গঠনের পাঠ সম্পন্ন করলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী দেশ গঠনের যেকোন কাজে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। এটি একটি বিশাল দিক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোন কাজ বা শিক্ষা একাগ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করলে তার ফল পাওয়া যায়। যেকোন কাজেই দক্ষতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। এনসিসি একজন ছাত্রছাত্রীকে শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলাহীনতার পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয়। কোন কাজটা ভাল, কোন কাজটা খারাপ তা তারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এনসিসি কোর্স ছাত্রছাত্রীদের সত্য কথা বলতে শেখায়। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র নিছক একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং একতার বোধকে জাগ্রত করার প্রয়াস। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে দেশাত্ববোধ ও দেশপ্রেমের জোয়ার এনেছেন। দেশাত্ববোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবসমাজ দেশ গড়ার কাজে ঝাপিয়ে পড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে এনসিসি ক্যাডারদের এই কোর্স করার সময় সরকারিভাবে খুব একটা সহায়তা করা হতনা। কিন্তু বর্তমানে এই কোর্সের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। তাদের আরও কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যায় তা খতিয়ে দেখা হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এনসিসি নর্থ ইস্ট গ্রুপের ডিরেক্টর তথা ব্রিগেডিয়ার কে জি সিং, এনসিসি নর্থ ইস্ট গ্রুপ কমান্ডার আনন্দ রাজ সিং এবং এনসিসি ত্রিপুরা গ্রুপের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা এনসিসি ক্যাডারদের দিল্লিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাল পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কার এবং শংসাপত্র প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ বিভিন্ন প্রদর্শনী মন্ডপ ঘুরে ঘুরে দেখেন।

উত্তর প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় রাজ্যের মেডিক্যাল পড়ুয়া যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। *উত্তর প্রদেশের আমরোহা জেলার দিল্লি—লখনউ জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ত্রিপুরার এক ছাত্রসহ মোট চারজন। বুধবার গভীর রাতে তাদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই চারজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয় বলে খবর। মৃতদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার রামনগর ১ নং রোড এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত শেখর দাসের ছেলে সপ্তর্ষি দাসও রয়েছেন। সপ্তর্ষি এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে ইন্টার্নশিপ করছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে তিনি রবি শংকর বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে সপ্তর্ষির মরদেহ আনার জন্য পরিবারের সদস্যরা দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। ঘটনাটি ঘিরে রামনগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।*

আগরতলায় নতুন শ্রম কোড নিয়ে উত্তেজনাসরকারের পাল্টা ব্যাখ্যা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। নতুন শ্রম কোড কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার আগরতলায় মুখোমুখি হল দুই ভিন্ন সুরএকদিকে শ্রমিকদের তীব্র আপত্তি, অন্যদিকে সরকারের আশাবাদী ব্যাখ্যা। শহরের রাস্তায় সিটুর বিক্ষোভ মিছিল যখন নতুন আইন বাতিলের দাবিতে সরব অন্যদিকে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে শ্রমমন্ত্রী টিঙ্কু রায় জানান নতুন শ্রম কোড শ্রমিকদেরই উপকারে আসবে। ত্রিপুরা সিটু রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এদিন রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে সমবেত হয় শ্রমিকদের বিশাল মিছিল। সিটু নেতা মানিক দে অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রের ২০১৯—২০ সালে পাশ করা চারটি শ্রম কোড পূর্বতন ২৯টি শ্রম আইনকে সংকুচিত করেছে, যার ফলে শ্রমিকদের বহু মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। তার দাবিমজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মস্থলের স্থায়িত্ব, ইউনিয়ন গঠন ও ধর্মঘটের অধিকার সংকুচিত হয়ে মালিক পক্ষের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিপুল বিরোধিতার কারণে এতদিন কেন্দ্র শ্রম কোড কার্যকর করতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি ২১ নভেম্বরের খসড়া বিজ্ঞপ্তির পর দেশজুড়ে নতুন করে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। মানিক দে বলেন, "এটা অস্তিত্বের লড়াই। কোড বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না।" তাঁর দাবি, নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হবে, বাজারে ক্রয়ক্ষমতা কমবে এবং শিল্প—কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই মন্দা বাড়বে। সিটু ইতোমধ্যে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে, এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমমন্ত্রী টিঙ্কু রায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, নতুন শ্রম কোড কার্যকর হলে মজুরি, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধার উপর নজরদারি আরও স্বচ্ছ হবে। বহু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকায় শ্রমিকরা এতদিন সমান সুবিধা পাননিঅভিন্ন কোড চালু হলে সারা দেশে একক ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের তথ্যভুক্ত করতে একটি জাতীয় পোর্টাল তৈরি হচ্ছে যেখানে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাউভয়ের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। এর ফলে নজরদারি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে এবং ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সহজ হবে। চা শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালে দৈনিক মজুরি ছিল ১০৪, যা বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। পাশাপাশি বহু পরিবারকে জমির পাট্টা এবং প্রায়োরিটি রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, "যে কাজ স্বাধীনতার পর ৫০—৬০ বছর হয়নি, তা কয়েক বছরের মধ্যেই করা সম্ভব হয়েছে।" বামপন্থী সংগঠনের প্রতিবাদকে তিনি রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করেন। তার মতে, অতীতেও এ ধরনের সংগঠন প্রযুক্তিগত বা প্রশাসনিক সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। একদিকে সিটুর অভিযোগনতুন শ্রম কোড শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত করবে; অন্যদিকে সরকারের বক্তব্যএই কোডের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকরা প্রথমবারের মতো সঠিক সুবিধা পাবে। নতুন শ্রম আইন কার্যকর হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যে যে উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তা ইঙ্গিত দিচ্ছেআগামী দিনেও এ নিয়ে বিতর্ক ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

কৈলাসহরে নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় যুবককে ২০ বছরের কারাদণ্ড

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। *কৈলাসহরে ইরানি থানার শ্রীনাথপুর এলাকার একটি নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় আদালত রায় প্রদান করেছে। উনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অমরেন্দ্র কুমার সিং আসামী আরিদ আলীকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর যখন নাবালিকার পরিবারের লোক সন্ধ্যায় তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরবর্তী অনুসন্ধান চলাকালীন জানা যায়, ইছবপুরগ্রামের পাখিরবাদা এলাকার বাসিন্দা রহমান আলীর ছেলে আরিদ আলী ও আরও একজন মিলে মোটরবাইকে নাবালিকাকে গোলকপুর চা বাগানে অপহরণ করে। পরের দিন, ২৬ অক্টোবর নাবালিকার পিতা ইরানি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করেন কিংকর পাল। তিনি দ্রুত নাবালিকাকে উদ্ধার করে আসামীকে গ্রেফতার করেন। ৩০ নভেম্বর, তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট স্পেশাল কোর্টে জমা দেন, এবং মামলাটি স্পেশাল পকসো ৯/২৩ হিসাবে রেজিস্ট্রি হয়। মামলার শুনানিতে সর্বমোট ১৩ জন সাক্ষী সরকারি পক্ষে দাখিল করেন। পাবলিক প্রসিকিউটর সুনির্মল দেব জানান, আসামীকে আইপিসি সেকশন ৩৬৩ অনুযায়ী পাঁচ বছরের জেল এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, এবং ৩৭৬ ও পকসো অনুযায়ী ২০ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত দুই মাসের কারাদণ্ড কার্যকর হবে। এ রায়ে ন্যায়বিচার পাওয়ায় নাবালিকা ও তার পরিবার সন্তুষ্ট, এবং এলাকাবাসীও দীর্ঘ দিনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির খুশি প্রকাশ করেছেন।*

২১ মাসের শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকার মাত্র ২১ মাস বয়সী এক অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। দেখালেন প্রকৃত সমাজসেবার উদাহরণ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কল্যাণপুর বাজারের হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ ঋষি দাসের ছোট্ট ছেলে দীর্ঘদিন ধরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিশুটির চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে নিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।এই পরিস্থিতিতে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। শুরু থেকেই শিশুটির চিকিৎসা ব্যয় বহনে সহযোগিতা করছেন তিনি এবং মন্ডল কমিটি। বৃহস্পতিবারে আবারও মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, সাধারণ সম্পাদক অসীম দেব রায়, নেতৃত্ব তাপস দেব রায় সহ অন্যান্য

নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে শিশুটির চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন বিধায়কের নেতৃত্বাধীন মন্ডল কমিটি। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, এটা কোনো রাজনৈতিক কাজ নয়, এটি সম্পূর্ণ মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে করা উদ্যোগ। ছোট্ট শিশুটি যেন সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে, সেটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। উনার এই মানবিক উদ্যোগে এলাকা জুড়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিধায়ক।

আগরতলায় শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে সিটুর বিক্ষোভ র‍্যালি

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। চরম শ্রমজীবী-বিরোধী ও 'দানবীয়' বলে অভিহিত নতুন শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলার রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করল সিআইটিইউ-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে মিছিলটি ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় পথসভায় মিলিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিটু নেতা মানিক দে-সহ বহু নারী শ্রমিক নেত্রী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী কর্মীরা. সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক দে অভিযোগ তোলেন, ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একটি শ্রম কোড এবং ২০২০ সালে আরও তিনটি কোডমোট চারটি শ্রম কোড পাশ করায়। পূর্বতন ২৯টি শ্রম আইনকে সংকুচিত করে এই চারটি কোডে রূপান্তর করা হয়, যার ফলে শ্রমিকদের বহু অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর দাবি, মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, চাকরির স্থায়িত্ব, ইউনিয়ন গঠন এবং ধর্মঘটের মতো মৌলিক অধিকারকে কার্যত অকার্যকর করে মালিকপক্ষের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। মানিক দে জানান, শ্রমজীবীদের তীব্র আন্দোলনের জেরে আগে সরকার

এগুলি কার্যকর করতে পারেনি। তবে সম্প্রতি নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ থেকে নতুন কোড কার্যকর করার লক্ষ্যে কেন্দ্র একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশে নতুন করে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছেধর্না, ঘেরাও, বিক্ষোভে উত্তাল বহু রাজ্য। তাঁর দাবি, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাজারে ক্রয়ক্ষমতা কমছে, ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই মন্দা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটুর এই রাজ্য নেতার কথায়, "সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। ছাঁটাই, নামমাত্র মজুরি ও অনিশ্চিত কর্মপরিবেশএসবই হবে দেশের ভবিষ্যৎ। তাই এই কোড বাতিল না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।" তিনি জানান, ইতোমধ্যেই দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন দিল্লিতে বৈঠক করেছে, এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার সঙ্গেও আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে। প্রয়োজনে দেশ অচল করার মতো বড় মাপের আন্দোলনেও যেতে হতে পারে। মানিক দে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এটা শুধু প্রতিবাদ নয়প্রতিরোধের সংগ্রাম। শ্রমজীবীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।" সিটুর দাবিতেদেশজুড়ে শ্রমজীবীদের ক্ষতিকর এই নতুন শ্রম কোড অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। আগরতলার এই বিক্ষোভ শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিকদের ক্ষোভ নয়, বরং দেশজুড়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগেরই প্রতিফলন। নতুন শ্রম কোডকে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী বলে মনে করছে বহু সংগঠন, আর তাই আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সিটুর দাবিশ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় এই কোড বাতিল করা অপরিহার্য। সরকারের অবস্থান বদল না হলে আন্দোলন আরও বিস্তৃত ও তীব্র হবে এমনই বার্তা দিল শ্রমজীবী সমাজ।

কারাবন্দী দের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধার্থে এম্ব্যুলেন্স প্রদান করলেন অর্থ মন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। বৃহস্পতিবার উদয়পুর জেলা কারাগারের জন্য প্রদান করা হল একটি এ্যাম্বুলেন্স। এদিন রাধা কিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এই অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করা হয়। এই এম্ব্যুলেন্স বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫৮ টাকা। এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী নিজেই অ্যাম্বুলেন্সটি কারাগার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন এদিন। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার সভাধিপতি দেবল দেবরায়, জেলা শাসক রিনু লাথের, এসডিএম ত্রিদিব সরকার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। মন্ত্রী বলেন,

সরকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে। রাজ্যের আর ৫ জন আম জনতার মতোই যারা বিভিন্ন অপরাধ এর কারণে কারাবাসে আছেন তারাও মানুষ। তাদের ও আর ৫ জনের মতো শারীরিক অসুস্থ্যতা হতেই পারে। যাতে এমন পরিস্থিতিতে তাদের কে দ্রুততার সাথে চিকিৎসা পরিষেবা পাইয়ে দেওয়া যায় সেকারনেই এই এম্ব্যুলেন্স প্রদান করা হল। অ্যাম্বুলেন্স প্রদান হওয়ায় কারাগারের জরুরি চিকিৎসা আরও দ্রুত ও সহজ হবে বলে মনে করেন তিনি। এদিন অর্থ মন্ত্রীর এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলার সর্ব স্তরের মানুষ।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

অশিক্ষার মহামারী

পরীক্ষা হয়। কেউ পাশ করে কেউ করে না। যারা করে না, তাদের অকৃতকার্য হবার পেছনে বহুবিধ কারণ থাকে। সেদিকে কোনো সরকার যেতে চায় না। কেবল পাশের হার বাড়াতে চায়। রাজ্য চায় দেশকে দেখাতে, দেশ চায় বিশ্বকে দেখাতে। দেখাতে চায়, দেখো আমাদের শিক্ষার হার। এই ধান্ধায় পড়ে সকলকে যেনতেন পাশ করিয়ে দেবার রীতি চালু হয়ে গেল।অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত এমনিতেই পাশফেল প্রথা নেই, থাকলেও সেটি ক্ষীণ। তারপরে শুরু হল বছর বাঁচাও। এতে ফেল করা ছাত্রদের পড়িয়ে টড়িয়ে আবার পরীক্ষা নিয়ে পাশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা বছরে যেটি সে পারেনি, শেষে তাকে দেওয়া হয় কয়েকদিন সময়। সে সময়ে তাকে বিশেষ ক্লাশ করে শিক্ষকেরা প্রস্তুত করে তুলবেন। সে পরীক্ষা দেবে এবং হাসতে হাসতে পাশ করে ফেলবে। এতে করে এক অশিক্ষার মহামারীতে ডুবে যাচ্ছে রাজ্য। ছেলেমেয়েরা আগে থেকে জেনে গিয়েছে, কোনো ভাবেই তারা ফেল করবে না। সুতরাং যারা ফাঁকিবাজ তারা আরও ফাঁকিবাজ হয়ে গেল। যারা মোটামুটি ছিল, তারাও সেই দলে যোগ দিল। যারা ভালো, যাদের পরিবার শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন, তারা পাশ করে যেতে লাগল। তাদের বছর বাঁচানোর প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ করে দরিদ্র অংশের শিক্ষার্থীরা বছর বাঁচাওয়ের করাতের নীচে কাটা পড়ে যাচ্ছে। তারা জানে তারা পাশ, পরের ক্লাসে গিয়ে পড়তে বসে যাচ্ছে। সে তো কিছুই জানে না, বোঝে না। ক্লাসে গিয়ে উদাস তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর কোনো শিক্ষক এমন শিশুকে পড়াতে বা কিছু শেখাতে পারবেন না, যার শিক্ষাভিত্তি বলতে কিছু নেই। তাত্ত্বিক ভাবে অনেককিছু বলা যায়, নিয়মিত ক্লাস হলে, শিক্ষকরা যত্ন করে পড়ালে, ছাত্র নিয়মিত স্কুলে এলে ফেল করার কথা নয়। কিন্তু ভারতে, বিশেষ করে ত্রিপুরায় এসব তত্ত্ব নিতান্ত হাস্যকর। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনোমাত্র মিল নেই। শিক্ষকেরা চাকরি বাঁচাতে বছর বাঁচাও পরীক্ষা নেন, তাতে অকৃতকার্য ছাত্রকে ধরেবেঁধে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়। আর যারা পরিশ্রম করে পড়েছিল, তারা ভাবে আহা কী আদরে স্যার দিদিমনিরা ফেল করাকে পাশ করাচ্ছে, আমরা কেন অহেতুক পড়াশুনা করি!

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

চোখ খুলেই দুশ্চিন্তা

ঘুম ভেঙে উঠেই একরাশ দুশ্চিন্তা চেপে বসে মাথায়? এই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কারণে রাতে যেমন ঠিকমতো ঘুম হয় না, তেমনই দিনভর অশান্তি, উৎকণ্ঠা কাজ করে মনে। মনোবিদেরা এমন মানসিক স্থিতিকে বলেন 'মর্নিং অ্যাংজাইটি'। এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী?

১) রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাস করলে ভাল হয়। ঘুমের জন্য একটিই সময় নির্দিষ্ট করুন। কোনওদিন তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাচ্ছেন আবার কোনওদিন মধ্যরাত পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন করলে 'স্লিপিং ডিজঅর্ডার' শুরু হবে অচিরেই। আর এর থেকেই মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের জন্ম হবে।

২) যাঁরা সকালে যোগাসন বা প্রাণায়াম করেন, তাঁদের মন অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভাল থাকে। ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু ক্ষণের জন্য যোগাসন, ধ্যান করার চেষ্টা করুন। এতে মন শান্ত হবে। সকালে শুধু নয়, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও ১৫ মিনিট ধ্যান করার অভ্যাস করতে পারলে ঘুম ভাল হবে।

৩) শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখা খুব জরুরি। সারা দিনের ব্যস্ততা যদি ঘুমের ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চলে, তা হলে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া সহজ নয়। অন্তত ১৫-২০ মিনিট ফাঁকা রাখুন। সে সময়ে বই পড়তে পারেন, গান শুনুন, ত্বকের পরিচর্যা করুন কিংবা ডায়েরিও লিখতে পারেন।

৪) ঘুমোনোর অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে সমস্ত রকম বৈদ্যুতিন ডিভাইস থেকে দূরত্ব তৈরি করুন। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে ঘুমের সময়ে মাথার পাশে মোবাইল বা ট্যাব নিয়ে শোবেন না।

৫) রাগ পুষে রাখার অভ্যাস ছাড়তে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রেও ক্ষতিটা শেষ পর্যন্ত আপনারই। কোনও খারাপ পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে ভাবুন। ইতিবাচক ভাবনা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। পরিণতির কথা ভাবলে উদ্বেগ আরও বাড়বে।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর মানবতার জন্য প্রশংসিত

ড.বি.আর.আম্বেদকর অর্থাৎ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর অথবা বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন একজন ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (জ্যুরিস্ট), রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনিই হলেন ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি। আজ ওনার জীবনী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো।

১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল ড.ভীমরাও আম্বেদকর, অসাধারণ নেতা যিনি পরবর্তীতে দেশের কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংবিধান নিয়ে এসেছিলেন, মধ্যপ্রদেশে তার পরিবারে ১৪তম সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামজি মালোজী শাকপাল ও মাতা ছিলেন ভীমাবাই। বলা হয়ে থাকে যে তিনি জন্ম থেকেই প্রতিভাবান কিন্তু ভীমরাও আম্বেদকর মহার জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা অস্পৃশ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর হিসাবে বিবেচিত হতো। ফলে তার জীবন কষ্টে ভরে যায়। আম্বেদকর সহ নিম্নবর্ণের সকল সদস্যরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিব্রত এবং কুসংস্কারের সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি স্কুলেও তার শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার হন। এমনকি তাকে পানির পাত্র স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। স্কুলের পিয়ন তার জন্য পানি আনতেন, আর যাই হোক, পিয়ন অনুপস্থিত থাকলে তাকে পানির প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং এইভাবে, এই বৈষম্য তাকে এটি সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলো এবং তিনি তাঁর প্রবৃত্তি অনুসরণ করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন।

আম্বেদকর ছোটো থেকেই প্রতিভাবান ছিলেন সে কথা তো আগেই বললাম। ১৯০৭ সালে তার মাধ্যমিক পাস করার পর আম্বেদকর তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান এবং ১৯১২ সালে, তিনি তাঁর স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯১৩ এবং ১৯১৫ সালের মধ্যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্যবসায়ের উপর একটি থিসিস লিখেছিলেন। আম্বেদকর তাঁর শিক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং ১৯১৫ সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেন। ১৯১৭ সালে, তিনি তাঁর ডক্টরেটও পেয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে, তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে যান। যাইহোক, অর্থের স্বল্পতার কারণে, তিনি কিছু সময়ের জন্য তাঁর ডিগ্রি শেষ করতে অক্ষম হন। তবে কিছু সময় পরে, তিনি আবার লন্ডনে চলে যান এবং

একই কলেজ থেকে ডিগ্রি শেষ করেন। আম্বেদকর প্রায় ৬৪টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; তিনি মোট নয়টি ভাষা জানতেন এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্ম অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁকে তাঁর যুগের সবচেয়ে শিক্ষিত নেতা এবং দার্শনিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ড ভীমরাও আম্বেদকর, তথাকথিত দলিতদের জন্য ত্রাণকর্তা, ১৯০৬ সালে রমাবাই আম্বেদকরকে বিয়ে করেন। এর পরে, তাদের যশবন্ত নামে একটি ছেলে হয়। তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন কারণ দুর্ভাগ্যবশত, রমাবাই ১৯৩৫ সালে দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য রোগের পরে মারা যান।

ভারতীয় সংবিধানের খসড়া অংশ নিয়ে কাজ করার পর ড. ভীমরাও আম্বেদকর বিভিন্ন উপসর্গের সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েন, যার কারণে তিনি রাতে ভাল ঘুমাতে পারতেন না কারণ তাঁর পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এবং তাঁর ডায়াবেটিসের সমস্যাগুলিও আরো জটিল হয়ে গিয়েছিল ফলস্বরূপ তাকে ইনসুলিন নিতে বাধ্য হতে হয়। এইভাবে, তিনি ওষুধের জন্য মুম্বাই যান, যেখানে তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণের ডাক্তার শারদা কবিরের সাথে যোগাযোগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ সালে তারা দুজনে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ড. শারদাও তার উপাধি পরিবর্তন করেন এবং এইভাবে সবিতা আম্বেদকর নামে ডাকা শুরু করেন। তাঁর কর্মজীবন জুড়ে অনেক ভারসাম্যহীনতা বোঝার পরে, ড.বি.আর.আম্বেদকর সামাজিক পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সর্বভারতীয় শ্রেণী সমিতি গঠন করেন। তিনি সমাজ সংস্কারের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, তার জন্য সমিতি গঠন করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার চর্চা, নিম্নবিত্তকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া এবং অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মতো পূর্ববর্তী সমস্ত ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণে, এটি মোটেই সহজ ছিল না। ব্রিটিশ নেতারা চিন্তিত ছিলেন যে এই গোষ্ঠী, রক্ষণশীল এবং অনমনীয় শ্রেণীগুলি নিশ্চিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। থেমে না গেলেও নিম্নবিত্তকে সমর্থন দিতে থাকেন। এইভাবে ১৯২০-এর দশকে, তিনি বোম্বেতে এক বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে যেখানেই তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং দেশের পছন্দগুলি বিরোধিতা করে, তিনি দেশকে অগ্রাধিকার দেবেন, তবে যখনই নিম্ন শ্রেণীর পছন্দ এবং দেশের স্বার্থ সংঘর্ষ হয়। তিনি নিম্ন বিভাগে অগ্রাধিকার দেবেন সেটা সবাই বুঝতে পারে আর সেখান থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন দলিতদের ত্রাণকর্তা। এইভাবে, তিনি সমস্ত দলিতদের প্রত্যাশার দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নিম্ন অংশের সম্মান নিশ্চিত করার জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন। ১৯২০-এর দশকে তিনি বেশ কয়েকটি অহিংস ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন।

সহযোগিতামূলক আলোচনার পরে, মহাত্মা গান্ধী এবং বি.আর.আম্বেদকর ১৯৩২ সালের পুনে চুক্তিতে একটি রোডম্যাপে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে, আম্বেদকর "কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছে" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিযোগকে মানতে না চেয়ে উল্টে প্রশ্ন করেছিলেন কারণ তাঁর প্রতি অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি নাকি হরি সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন!

১৯৩৬ সালে, আম্বেদকর স্বাধীন লেবার পার্টি গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ১৫টি আসন পেয়েছিলো। একই বছর, ১৯৩৭ সালে, আম্বেদকর তার 'দ্য অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট' বইটি প্রকাশ করেন যেখানে তিনি হিন্দু ধর্মের নিবেদিতপ্রাণ নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেশের বর্ণ কাঠামোর সমালোচনা করেন। পরবর্তীকালে, তিনি 'শুদ্র কারা?' শিরোনামে আরেকটি বই লিখে প্রকাশ করেন। যার ভিতরে তিনি রূপরেখা দিয়েছিলেন যে কীভাবে নীচের সম্প্রদায়গুলি এসেছে এবং এখন চিকিৎসা পাচ্ছে।

ভারত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭সালে তিনি তার রাজনৈতিক দলের (স্বাধীন লেবার পার্টি) নাম পরিবর্তন করে অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট পার্টি রাখেন। যাইহোক, ভারতের গণপরিষদের জন্য ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আম্বেদকরের দল ভালো ফল করতে পারেনি।এর পরে, কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধী হতদরিদ্রদের হরিজন হিসাবে সাবটাইটেল করেছিলেন। আর এইভাবে, সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের হরিজন বলা শুরু হয়। তবুও, আম্বেদকর, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন, গান্ধীর এই বক্তব্যে খুশি হননি। এভাবে পরে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মতবিরোধ দেখা যায়।এর পর বি.আর.আম্বেদকরকে ভাইসরয়ের গভর্নিং বোর্ডে শ্রমমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে, তিনি তাঁর ত্যাগ, প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতির কারণে স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হন।আম্বেদকর সমাজের সকল অংশে একটি সত্যিকারের সেতু তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরেন। আম্বেদকর, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর করা না গেলে, দেশের ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হবে। এবং এইভাবে, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং একটি অস্পৃশ্য মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সমতা প্রদানের মাধ্যমে একটি সামাজিক বিপ্লব আনা। তিনি ধর্ম, লিঙ্গ এবং বর্ণ সমতার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে, ড. আম্বেদকরকে সাংবিধানিক খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়।

আম্বেদকর শিক্ষা, সরকারি পদ এবং সরকারি চাকরিতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির নাগরিকদের জন্য কোটার জন্য বিধানসভার সম্মতি অর্জন করতেও সক্ষম হন।

১৯৫০ সালে, বিআর আম্বেদকর একটি বুদ্ধিজীবী সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্পষ্ট বিরোধী এবং বর্ণ বিভাজনের একজন সোচ্চার বিরোধী এবং শেষ পর্যন্ত, তিনি বৌদ্ধ বিশ্বাস দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে পরিচালিত করেছিল। ভারতে ফিরে এসে তিনি বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও রচনা করেন।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর চতুর্থ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনের জন্য কাঠমান্ডু ভ্রমণ করেন। বি.আর.আম্বেদকরও ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬-এ একটি গণসমাবেশ করেছিলেন, যে সময় তিনি তার প্রায় পাঁচ লক্ষ সমর্থককে বৌদ্ধ ধর্ম বেছে নিতে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি তার চূড়ান্ত কাজ শেষ করেন, "বুদ্ধ বা কার্ল মার্ক্স", তার মৃত্যুর পর ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬-এ প্রকাশিত হয়।

ড. আম্বেদকর ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের মধ্যে তার ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব চিন্তিত ছিলেন যখন তিনি ডায়াবেটিস, অস্পষ্ট চাক্ষুষ তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার সবগুলিই তার স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তার স্বাস্থ্যের অবনতিজনিত কারণে, তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

পাহাড়ের টানে

সময়-সুযোগ এলেই মানুষ বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের টানে। পাহাড় সৌন্দর্যের আকরস্থল। রূপপিয়াসি ভ্রমণপাগলেরা তাই সারাজীবন ধরে পাহাড়ের টান অনুভব করেন। তবে অধিকাংশ পর্যটকই পাহাড়ের সুরক্ষা নিয়ে ভাবিত নন। পাহাড় যে আমাদের ইকোসিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-- তা অনেকেই মনে রাখেন না। তাই সেকথা সকলকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই পাহাড় নিয়েও ভাবা হয়েছে একটি বিশেষ দিন।

২০০৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ ১১ ডিসেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

এ বছরের এই থিমের মূল বিষয় হল, পর্বতের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা। এবং এ র প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে গণমনে সচেতনতা বৃদ্ধি।কীভাবে ক্ষইতে থাকা পার্বত্য-প্রকৃতিকে ভিতর থেকে রক্ষা করা যায় তার সমাধান বের করাটাও এর বড় লক্ষ্য।

পাহাড় দিবস পর্যটক ও এলাকাবাসী উভয়কেই সচেতন করে, উভয়ের মধ্যে পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে সহনশীলতা তৈরি করে।

শুধু তাই নয়, চরম জলবায়ুগত ঘটনাগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যাতে পাহাড়ের ক্ষমতা বাড়ে, সেজন্য বাইরে থেকে আর তার ক্ষতি না করা বা ক্ষতির পরিমাণ একেবারে কমিয়ে আনাটাও এই দিনের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।যেখানে আবহাওয়াগত পরিবর্তনের পাশাপাশি দূষণের মাত্রাও অনেকাংশে কমে যায়। জনজীবন স্তব্ধ থাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায়। ফলে শিলিগুড়ি থেকে পরিস্কারভাবে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমনকি দার্জিলিংয়ের নাইটিঙ্গেল পার্ক থেকেও অনেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।শুধু তাই নয় পঞ্জাবের জলন্ধর শহর থেকে ১২৫ মাইল দূরে হিমালয় পর্বতের ধওলাধর রেঞ্জও দেখে অনেকে বিস্ময়প্রকাশ করেন। মাইন্টেনিয়ারদের মতে, বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকলে যে কোনও পর্বতের শৃঙ্গ অনেক পরিস্কারভাবে দেখা যায়। এমনকি মাঝেমধ্যে অনেক দূরের সমতল এলাকা থেকেও তা পরিস্কারভাবে চোখে পড়ে । বিগত দু''বছরে করোনার কারণে জনজীবন স্তব্ধ থাকায় দূষণের মাত্রা অনেকগুন কমে যায়। তারা আবহাওয়া দফতরের কাছ থেকে জেনেছেন, যদি তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে না নামে তাহলে এলাকা জুড়ে প্রচুর কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকলে অনেক শৃঙ্গ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাই পাহাড়ের পরিবেশকে ঠিক রাখার জন্য দেশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। মাউন্টেনিয়ারিং দের মতে, যারা পাহাড়ে যেতে ভালোবাসেন তারা কোনওভাবেই পাহাড়ের পরিবেশকে নষ্ট করে না।

বিগত দিনের থেকে পাহাড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা মানুষের মধ্যে বেড়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম পাহাড়ের টানে ছুটতে শুরু করেছে। যদিও আগের থেকে সুযোগসুবিধা অনেক সহজ হয়েছে। বাড়ছে ট্রেকিংয়ের আগ্রহ। আগে ট্রেকিং করতে হলে নেপালের সাহায্য লাগতো। গত কয়েকবছর ধরে আমাদের দেশেও সেই সুযোগটা শুরু হয়েছে। আগে একটা ছোট ট্রেক করতে গেলেও অনেক পরিকল্পনা করতে হতো।যোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত না থাকায় একটা পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে চিঠি লিখে নিজের গাইড ঠিক করতে হত। পোর্টার বলে রাখতে হত। টেন্ট বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। এখন সেই গাইডরাই নিজেদের মতো করে এজেন্সি খুলেছে। ফলে আমাদের আলাদা করে সমস্ত কিছু নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে হয় না। তাদের শুধু নির্দিষ্ট তারিখ বলে দিলেই খাওয়া থেকে সমস্ত কিছু তারা ব্যবস্থা করে রাখে। এর ফলে অনেক সহজ হচ্ছে। আর এখন অনলাইনের মাধ্যমেও নতুন প্রজন্ম সুযোগ নিয়ে নিচ্ছে তারা রীতিমতো পাহাড়ে যাচ্ছেও। তবে টাকা পয়সাটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর। এক্ষেত্রে ফিটনেস ধরে থাকাটা খুব জরুরি। এখন এভারেস্ট অভিযানের ক্ষেত্রেও অনেক সুযোগ এসেছে। এক্ষেত্রেও এজেন্সির মাধ্যমেই যেতে হবে।কারণ কেউ যদি এজেন্সি বাদ দিয়ে নিজে যাওয়ার

প্রস্তুতি নেয় তাহলে তাকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। আগে এভারেস্ট যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে এক দেড় কোটি টাকা খরচ পড়ত এখন তো আঠারো কুড়ি লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারলেই এভারেস্টে যাওয়ার স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে মাস খানেকের প্রোগ্রাম। এপ্রিল বা মে মাসের শেষের দিকে সামিট শুরু হলে মে-জুন মাসের দিকে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এভারেস্ট যাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এপ্রিল- মে মাস। তারপর সেখানের আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। গাড়োয়াল হিমালয়ের ক্ষেত্রে মে জুন জুলাই মাসকে বেছে নেওয়া হয়।

তবে অগস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সামিটগুলি হয়। এরপরেও সবকিছু নির্ভর করে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার উপর। যেমন চলতি বছরে মে মাস অর্থাৎ প্রি-মনসুন সময় খুব খারাপ ছিল। ফলে গাড়োয়াল হিমালয় কিংবা কুমায়ুন হিমালয়ের কোনও সামিট করা সম্ভব হয়নি। আবার দেখা গেল চলতি বছরে অগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে আবহাওয়া খুব ভালো ছিল। কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য আজ যে কোনও সময়েই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে। তবে মানসিক শক্তি রাখতেই হবে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শিক্ষা নিতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিটনেস রাখতে হবে। সেজন্য আলাদা করে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য শরীরচর্চা করতে হবে। যে কোনও সময়েই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এজন্য রাজ্যে অনেক ছোট বড়ো সংস্থা আছে যারা প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিপদে পড়লে দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করা যাবে না। একসঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে হবে। একটাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শিখতে হবে। মাউন্টেনের ইকো সিস্টেম কখনও যারা পাহাড়ে যেতে ভালোবাসেন তারা নষ্ট করবেন না। ইকো সিস্টেম ধংস হচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেট সেক্টর গুলোর হাত ধরে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের অবস্থান ইকোসিস্টেমকে খারাপ করছে। এর মুখ্য কারণ পরিবেশ দূষণ। সারা বিশ্বজুড়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং শুরু হয়েছে। ফলে বৃহৎ দেশগুলি যদি একটু সচেতন হয় তাহলে বাঁচবে হিমালয় বাঁচবে বাকিদেশগুলি।পৃথিবীর প্রায় ২২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পর্বতমালা। পাহাড় থেকে জল, খাদ্য, ওষুধ, শক্তির মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া যায়। তবে ক্রমবর্ধমান পর্যটন ও উন্নয়নের কারণে সেগুলোর অনেক ক্ষতি হচ্ছে, এই বিষয়ে মনোযোগ না দিলে ভবিষ্যতে অনেক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

পাহাড়ের সংরক্ষণ শুধু মানুষের জন্যই নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯২ সালে, যখন জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন এজেন্ডা ২১-এর অধ্যায় ১৩-এর উপর জোর দিয়েছিল, 'ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা: টেকসই পর্বত উন্নয়ন', তখন বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে পাহাড় সংরক্ষণ করা জীব জগতের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।২০০২ সালকে আন্তর্জাতিক পর্বত বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রথমবার পালন করা হয় আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস। এরপর থেকে প্রতি বছর পালন করা হয় এই দিনটি। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে পাহাড় সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এর কারণে বর্তমানে হিল স্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি মানুষের পরিচ্ছন্নতার যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

কর্মী নেই! ডিজিসিএ-র চোখরাঙানি সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ফের বহু উড়ান বাতিল ইন্ডিগোর, নাজেহাল যাত্রীরা

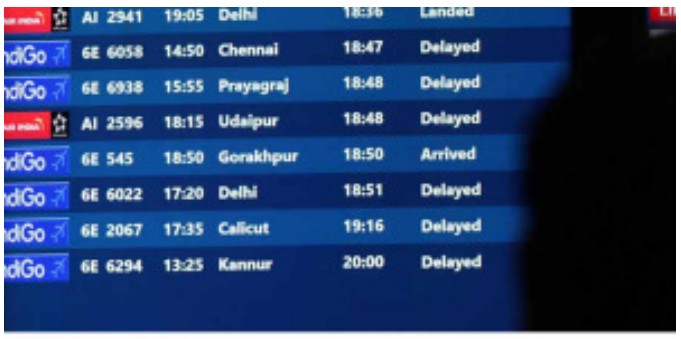

নয়াদিল্লি ঃ গত দিন কয়েক ধরে একের পর এক উড়ান বাতিল করছে বিমানসংস্থা ইন্ডিগো। কখনও আবার বদলাতে হচ্ছে উড়ানের সময়সূচি। বৃহস্পতিবারও তার অন্যথা হল না। দিনের শুরুতেই বাতিল হয়ে গেল অন্তত ৬৫টি বিমান।

কেন এই চরম অব্যবস্থা চলছে তা জানতে বুধবারই সংস্থার কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। কিন্তু বৃহস্পতিবারও সেই চিত্রের হেরফের হয়নি। বরং সকাল থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর অন্তত ৩০টি উড়ান বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই। হায়দরাবাদ বিমানবন্দরেও বাতিল হয়েছে অন্তত ৩৩টি উড়ান।

বিভিন্ন সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার সব মিলিয়ে ১৭০টিরও বেশি উড়ান বাতিল করতে পারে ইন্ডিগো। এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান করতে বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট বিমানসংস্থার কর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছে ডিজিসিএ। কী ভাবে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির সমস্ত সম্ভাব্য কারণ এবং উড়ান বাতিল কমাতে কী কী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তা লিখিত আকারে জমা দিতে বলা হয়েছে ইন্ডিগোকে। বুধবার এক দিনে ইন্ডিগোর ২০০-রও বেশি উড়ান বাতিল হয়েছে। যার জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে যাত্রীদের। শুধু তা-ই নয়, জানা গিয়েছে, গোটা নভেম্বর মাস জুড়ে মোট ১,২৩২টি উড়ান বাতিল করেছে ইন্ডিগো।

অনভিপ্রেত এই ঘটনার জন্য বুধবার বিবৃতি দিয়ে যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে ইন্ডিগো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা স্বীকার করছি যে গত দু'দিন ধরে ইন্ডিগোর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা আমাদের গ্রাহকদের কাছে এই অসুবিধার জন্য আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাইছি। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, শীতকালীন সময়সূচি পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বিমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান যানজট এবং বিমানকর্মীদের কাজের সংশোধিত সময়সূচি এমন নানা অপ্রত্যাশিত কারণে আমাদের পরিষেবার উপর এমন নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।" উল্লেখ্য, গত মাসে সংশোধিত বিমানকর্মীদের কাজের সময়সূচি বা ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) অনুযায়ী, একজন বিমানকর্মীর দিনে আট ঘণ্টা, সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা, মাসে ১২৫ ঘণ্টা এবং বছরে সর্বোচ্চ ১,০০০ ঘণ্টা কাজ করার কথা। তবে ইন্ডিগো সূত্রে খবর, এই নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকেই সংস্থার কর্মীসংখ্যায় টান পড়ছে। তার উপর যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেলে সেই বাড়তি চাপও নিতে হচ্ছে কর্তব্যরত কর্মীদের। সে কারণেই, পাইলট এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক কেবিন ক্রু না থাকায় অনেক উড়ান বাতিল করতে হচ্ছে। কখনও আবার বদলাতে হচ্ছে উড়ানের সময়সূচি।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘর্ষবিরতি বৈঠক আবার ব্যর্থ, নতুন করে সামরিক সংঘাত শুরুর আশঙ্কা

নয়াদিল্লি ঃ কাতারের দোহা এবং তুরস্কের ইস্তানবুলের পরে এ বার সৌদি আরবের রিয়াধেও সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হল পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স বুধবার জানিয়েছে, সৌদি আরবে আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক শান্তিবৈঠকে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

গত অক্টোবরে আফগানিস্তানের মাটিতে পাক বিমানহানা এবং সীমান্ত সংঘর্ষের পরে উত্তেজনা প্রশমন ও সংঘর্ষবিরতি কার্যকর করার লক্ষ্যে পশ্চিম এশিয়ায় কয়েক দফা আলোচনা করেছেন শাহবাজ শরিফ সরকার এবং আফগান তালিবান শাসকেরা। সূত্রের খবর, সেখানে পাকিস্তানের তরফে আফগানিস্তানের মাটিতে সক্রিয় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-সহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর উপর নজরদারি চালানোর দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি, আফগানিস্তানের তালিবান শাসকদের কাছে টিটিপি (পাক সরকার এবং সেনা যাদের 'ফিতনা আল খোয়ারিজ' বলে চিহ্নিত করে)-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি তোলে পাকিস্তান।

জবাবে পাক ফৌজের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সীমান্ত লঙ্ঘন এবং বিমানহামলার অভিযোগ তোলেন তালিবান প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে জানান, টিটিপির উপর তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ঘটনাচক্রে, আফগান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফর শুরুর দিন, গত ৯ অক্টোবর পাক বিমানহামলা হয়েছিল কাবুলে। কাতার এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় প্রথম দফায় দোহায় আলোচনায় বসেছিলেন পাক-আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও কয়েক জন শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা। সেই সময়ে প্রাথমিক ভাবে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছিল দুই দেশ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কথা ছিলই এই শান্তি আলোচনাপর্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এর পরে দু'দফায় ইস্তানবুলে বৈঠকে কোনও ঐকমত্য হয়নি দু'তরফে। সৌদি আরবেও বজায় রইল সেই ধারা।

গত দু'বছরে নিজের সন্তান-সহ চার শিশুকে খুন!

নেপথ্যে লুকিয়ে একটাই কারণ পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি ধৃতের

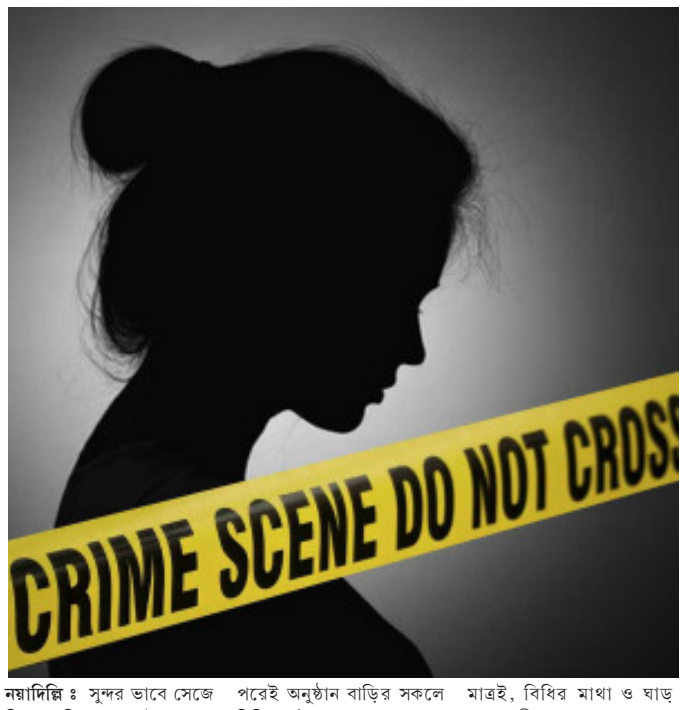

নয়াদিল্লি ঃ সুন্দর ভাবে সেজে বিয়েবাড়ি আসাই কাল হয়েছিল! এই অপরাধে নিজের কাকিমার হাতে খুন হতে হল ছ'বছরের ভাইঝিকে। তদন্তে নেমে এমন তথ্যই হাতে পেল পানিপত পুলিশ। খুনের অপরাধে বুধবার ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে তারা। অভিযুক্ত মহিলার নাম পুনম। তবে এটাই প্রথম খুন নয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করেন, এই নিয়ে দু'বছরে নিজের সন্তান-সহ চার শিশুকে হত্যা করেছেন। নেপথ্যে লুকিয়ে একটাই কারণ। পুনম কখনওই চাইতেন না যে পরিবারে তাঁর চেয়ে 'বেশি সুন্দর' আর কেউ থাকুক।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত নাবালিকার নাম বিধি। তার বাড়ি সোনপতে। গত সোমবার পরিবারের সঙ্গে পানিপতের ইজরানা এলাকার নাউলথা গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে সেজেগুজে এসেছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন নাবালিকার বাবার ফোনে একটি ফোন আসে। তখন তিনি তাঁর কন্যার নিখোঁজের খবর পান। এর পরেই অনুষ্ঠান বাড়ির সকলে বিধির খোঁজ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর বিধির ঠাকুমা উমাবতী তাঁর নাতনির খোঁজে তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ির গুদামঘরের সামনে যান। ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকানো ছিল। দরজা খুলে তিনি দেখেন, বিধির মাথা জলের গামলার মধ্যে ডুবোনো আর পা মাটিতে রয়েছে। ওখান থেকে দ্রুত নাবালিকাকে উদ্ধার করে এনসি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরেই নাবালিকার দাদু পাল সিংহ পুলিশের কাছে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্তে নেমে পুনমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, সোমবার বিয়েবাড়ি চলাকালীন পুনম লক্ষ করেন বিধিকে ছাদের দিকে যেতে। তিনিও সকলের চোখ এড়িয়ে নাবালিকার পিছু নেন। ছাদেই একটি গুদামঘর ছিল। সেখানে বিধির সঙ্গে কিছু ক্ষণ গল্প করেন পুনম। এর পর একটি গামলা ভর্তি জলে নাবালিকাকে প্রথমে পা ডোবাতে বলেন অভিযুক্ত। জলের মধ্যে পা ডোবানো মাত্রই, বিধির মাথা ও ঘাড় জলের নীচে জোর করে চেপে ধরে রাখেন পুনম। এর কিছু ক্ষণ পর ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে যান তিনি।

পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরও জানতে পারে, ২০২৩ সালে পুনম তাঁর জায়ের ন'বছরের কন্যা ঈশিকাকে জলের ট্যাঙ্কে ডুবিয়ে খুন করেছিলেন। ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি তাঁর তিন বছরের পুত্রসন্তান শুভমকেও জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। চলতি বছরের অগস্ট মাসে পুনম সিওয়াহ গ্রামে তাঁর তুতো ভাইয়ের ছ'বছরের কন্যা জিয়াকেও খুন করেন। পুনমের দাবি ঈশিকা, জিয়া এবং বিধি প্রত্যেকেই তাঁর থেকে 'বেশি সুন্দর' দেখতে। সেই 'অপরাধে' খুন হতে হয়েছে। এই নিয়ে দু'বছরে নিজের সন্তান-সহ চার শিশুকে একই ভাবে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন তিনি। এত দিন পর্যন্ত এই খুনের ঘটনাগুলিকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু বিধির মৃত্যুর পর পুলিশের কাছে খুনের দায় স্বীকার করে নেন পুনম।

খালেদার শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক, হাসপাতালে গিয়ে ইউনূস কথা বললেন চিকিৎসকদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে বুধবার রাতে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে গেলেন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তিনি খালেদার চিকিৎসার জন্য দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের কয়েক জন সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন বলে বিএনপি সূত্র উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানাচ্ছে।

৮০ বছরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্টের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। গত ১১ দিন ধরে সিসিইউ (করোনারি কেয়ার ইউনিট)-এ চিকিৎসাধীন তিনি। মঙ্গলবার রাতে খালেদাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, খালেদার হৃদ্‌যন্ত্র, যকৃৎ, কিডনি এবং ফুসফুসে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। সেই সব জটিলতা এখনও কাটেনি। বুধবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বিয়েল ব্রিটেন থেকে ঢাকায় আনা রয়েছে। রয়েছেন আমেরিকার মাউন্ট সিনাই ও জনস হপকিনস এবং চিনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও। সূত্রের খবর, উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি নেত্রীকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তাঁর যা শারীরিক অবস্থা, তাতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিকিৎসকেরা। তাই আপাতত মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'উনি মানসিক ভাবে অসুস্থ!'

জেলে বসেই মুনিরকে নিশানা ইমরানের, দেখা করার পর দাদার বার্তা প্রকাশ উজমার

নয়াদিল্লি ঃ জেল থেকেই ফের পাক সেনা সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে নিশানা করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। মুনিরকে 'মানসিক ভাবে অসুস্থ' বলে আক্রমণ করলেন তিনি। পাশাপাশি, আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ইন্ধন জোগানোরও অভিযোগ তুললেন মুনিরের বিরুদ্ধে শাহবাজ শরিফ সরকারের থেকে 'বিশেষ অনুমতি' পাওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পর অবশেষে মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে কারাবন্দি ইমরানের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁর বোন উজমা খানুম। পরদিন তিনিই সমাজমাধ্যমে ইমরানের এই বার্তা পোস্ট করেন। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর উর্দুতে লেখা ওই বার্তা ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে মুনিরকে নিশানা করে ইমরান বলেছেন, "ওঁর নীতি পাকিস্তানের জন্য বিপর্যয়কর। ইচ্ছাকৃত ভাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা উস্কে দিচ্ছেন তিনি। তাঁর নীতির কারণেই আজ সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে, যা আমাকে গভীর ভাবে ব্যথিত করে।"

ইমরানের আরও দাবি, পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ নিয়ে মুনিরের কোনও উদ্বেগ নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমি শক্তিগুলিকে খুশি করতে নানা পদক্ষেপ করছেন তিনি। নাম না-করে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বিদ্রোহীদের দমনে ড্রোন হানার নিন্দাও করেছেন ইমরান। তাঁর কথায়, "আমি দেশবাসীদের উপর ড্রোন হামলা এবং সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করি। কারণ, এটি সন্ত্রাসবাদকে আরও ইন্ধন জোগাবে। মুনির মানসিক ভাবে অসুস্থ একজন মানুষ। তাঁর নৈতিক দেউলিয়াপনার জন্যই পাকিস্তানে সংবিধান এবং আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।"

ইমরানের দাবি, মুনিরের নির্দেশেই তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে সাজানো মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। জেলে চরম মানসিক নির্যাতনেরও শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি বলেন, "আমাকে সম্পূর্ণ নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে। গত চার সপ্তাহ ধরে কোনও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। আমাকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি, জেলের নিয়মাবলি অনুযায়ী যা যা মৌলিক সুবিধা আমার প্রাপ্য, সেগুলিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।" শুধু তা-ই নয়, অভিযোগ, উচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজনৈতিক সতীর্থ থেকে শুরু করে পরিবার কারও সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না ইমরানকে।

দাদার সঙ্গে দেখা করার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন উজমাও। তিনি জানান, ইমরান এখন শারীরিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু তাঁকে নির্জন কারাগারে বন্দি করে রেখে তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মুনিরকে নিশানা করে উজমাও বলেন, "সব কিছুর জন্য উনিই দায়ী।"

টান পড়েছে কর্মী সংখ্যায়! এক মাসে ১,২০০-রও বেশি উড়ান বাতিল ইন্ডিগোর, সংস্থার কাছে ব্যাখ্যা চাইল ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি ঃ দেশ জুড়ে এক দিনে বাতিল হল বিমানসংস্থা ইন্ডিগোর ২০০-রও বেশি উড়ান! বদলানো হল একের পর এক বিমানের সময়সূচি। যার জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল যাত্রীদের। বুধবার সকাল থেকে এমনটাই ঘটেছে বলে সংশ্লিষ্ট বিমানসংস্থা জানিয়েছে। অনভিপ্রেত এই ঘটনার জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এখানেই শেষ নয়! গোটা নভেম্বর মাসের হিসাব ধরলে দেখা যাবে, ইন্ডিগোর বাতিল হওয়া উড়ানের সংখ্যা ১,২৩২। গত শনিবারই কলকাতা আসা-যাওয়ার ১০টি উড়ান বাতিল করেছে ইন্ডিগো। কেন এই চরম অব্যবস্থা তা জানতে সংস্থার কাছে রিপোর্টও চেয়েছে ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, কী ভাবে যাত্রীদের ভোগান্তি কমানো যায়, সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে।

প্রতি দিন ২,২০০-টিরও বেশি উড়ান পরিচালনা করে ইন্ডিগো। কিন্তু সরকারি তথ্য বলছে, মঙ্গলবার থেকে বিমানসংস্থাটির ঠিকমতো পরিষেবা প্রদানের হার মাত্র ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি। মঙ্গলবার ১,৪০০-রও বেশি উড়ানের সময়সূচিতে রদবদল করতে হয়েছে ইন্ডিগো-কে। বুধবারও পরিস্থিতি বদলায়নি। বরং দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের মতো দেশের নানা বিমানবন্দরে বিকেল পর্যন্ত প্রায় ২০০টি উড়ান বাতিল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। যার জেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়ে যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে ইন্ডিগো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা স্বীকার করছি যে গত দু'দিন ধরে ইন্ডিগোর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা আমাদের গ্রাহকদের কাছে এই অসুবিধার জন্য আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাইছি। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, শীতকালীন সময়সূচি পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বিমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান যানজট এবং বিমানকর্মীদের কাজের সংশোধিত সময়সূচির মতো নানা অপ্রত্যাশিত কারণে আমাদের পরিষেবার উপর এমন নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।" উল্লেখ্য, গত মাসেই সংশোধন করা হয়েছে বিমানকর্মীদের কাজের সময়সূচি বা ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল)। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন বিমানকর্মী দিনে আট ঘণ্টা, সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা, মাসে ১২৫ ঘণ্টা এবং বছরে সর্বোচ্চ ১,০০০ ঘণ্টা কাজ করবেন। সঙ্গে বিশ্রামের জন্যও বাধ্যতামূলক ভাবে নির্দিষ্ট সময় রাখতে হবে। দিনে কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ থাকবে, যাতে পাইলট এবং কেবিন ক্রুরা সকলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পান। এতে কাজের সময় পাইলটদের ক্লান্তি কিংবা অসাবধানতায় বড়সড় বিপদ ঘটার ঝুঁকি কমবে। তবে ইন্ডিগো সূত্রে খবর, এর জেরেই আপাতত দিনের কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে সংস্থার কর্মীসংখ্যায় টান পড়ছে। তার উপর যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেলে সেই বাড়তি চাপও নিতে হচ্ছে কর্তব্যরত কর্মীদের। সূত্রের খবর, পাইলট এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক কেবিন ক্রু না থাকায় অনেক উড়ান বাতিল করতে হচ্ছে। কখনও আবার বদলাতে হচ্ছে সময়সূচি। ইন্ডিগো বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, গ্রাহকদের যাতে আর অসুবিধায় না পড়তে হয় এবং যাতে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়, সে জন্য সংস্থার তরফে সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। ভোগান্তিতে পড়া যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বিমান সংস্থার তরফে।

আইএমএফ-এর ঋণ সুনিশ্চিত করতে সরকারি বিমানসংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছে পাকিস্তান!

নয়াদিল্লি ঃ ঘুরপথে পাকিস্তানের সরকারি বিমানসংস্থার নিয়ন্ত্রণ যাচ্ছে পাক সেনার হাতে? এমন জল্পনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (আইএমএফ)-এর কাছ থেকে ঋণ পাওয়া সুনিশ্চিত করতে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ)-কে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ। সরকারি ওই বিমানসংস্থা কেনার বিষয়ে যে সংস্থাগুলি আগ্রহ দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে চারটি সংস্থা। এই চারটি সংস্থার মধ্যে রয়েছে পাক সেনার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা 'ফৌজি ফাউন্ডেশন'।বুধবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে উদ্ধৃত করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ইসলামাবাদ। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পিআইএ-কে নিলামে তোলা হবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর। টিভিতে নিলামের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। গত মাসেই পাকিস্তানের বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রী মহম্মদ আলি সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ করে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) ঘরে তুলতে চাইছে সরকার। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, সরকারি বিমান সংস্থাটির ১৫ শতাংশ অংশীদারি নিজেদের হাতে রেখে বাকি অংশ বেসরকারি হাতেই তুলে দিতে চাইছে ইসলামাবাদ।পাক সংবাদসংস্থা 'জিও টিভি' এবং 'ডন'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আইএমএফ-এর শর্ত মেনেই সরকারি বিমানসংস্থাকে বিক্রি করে দিচ্ছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের নতুন অর্থনৈতিক প্যাকেজ পাওয়া সুনিশ্চিত করতে লোকসানে চলা পিআইএ-র ৫১ থেকে ১০০ শতাংশই বিক্রি করে দিতে পারে ইসলামাবাদ।পাক সেনার নিয়ন্ত্রণাধীন ফৌজি ফাউন্ডেশন সার, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ-সহ একাধিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এ বার তাঁরা বিমান পরিষেবা শুরু করার বিষয়েও আগ্রহ দেখাচ্ছে।

কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অটলভাবে কাজ করে চলেছে: কৃষি মন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অটলভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের আমলে কৃষকেরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন, যা অতীতে দেখা যেত না। ধলাই জেলার সালেমার কেভিকেতে আয়োজিত উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী জানান, উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন (২০০১) নতুন উদ্ভিদজাত সংরক্ষণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষকদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত জাত উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়া, কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা এবং কৃষি বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা। তিনি আরও জানান, উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন কর্তৃপক্ষ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা। মন্ত্রী বলেন, এই আইনের ফলে ফসলের জাত কৃষকদের নামে নিবন্ধিত হবে এবং সেই জাতের ওপর কৃষকের পূর্ণ অধিকার থাকবে। উন্নত ও উদ্ভাবনী বীজ সুরক্ষা, ঐতিহ্যবাহী জাত সংরক্ষণে কৃষকের ভূমিকাকে স্বীকৃতি, মানসম্মত বীজের সহজলভ্যতা, গবেষণাকে উৎসাহিত করা এসবই আইনের লক্ষ্য। তিনি উল্লেখ করেন আগে কোনো কৃষককে মঞ্চে স্থান দিতে কেউ আগ্রহ দেখাত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষকের সম্মান বেড়েছে। মন্ত্রী বলেন অনেক কৃষক, বিজ্ঞানীদের থেকেও বেশি জানেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলেছেন বিজ্ঞানীদের ল্যাব থেকে জমিতে যেতে হবে এবং প্রথমে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কৃষকরাই অন্নদাতা, কৃষকরাই প্রকৃত ঈশ্বর। কৃষি মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে কৃষকদের উন্নয়নে সবধরনের সহায়তা দিতে হবে। মন্ত্রী জানান দেশের জনসংখ্যা ১৪৫ কোটি, যার মধ্যে ২০ কোটি কৃষক। ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৪২.২২ লাখ, আর কৃষক ৪.৭২ লাখ এবং এরা-ই আমাদের খাদ্য যোগান দেন। তাই কৃষকরাই ঈশ্বর। কৃষক, মহিলা, যুবক ও গরিব এই চার শ্রেণির উন্নয়নেই গড়ে উঠবে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'। রাজ্যে এখন কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ওপর অধিকার পাচ্ছেন। কৃষিই ত্রিপুরার অর্থনীতির প্রধান চাকা। আমাদের সরকার আসার পর রাজ্যের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দিনে মন্ত্রী চারজন কৃষকের হাতে উদ্ভিদ প্রজাতি নিবন্ধন শংসাপত্র তুলে দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রতন দাস তার 'চালকুমড়া লোকাল' প্রজাতির জন্য, চিন্তা রানি দেববর্মা তার বেগুনের 'হুস্তোক' প্রজাতির জন্য, প্রমোদ লাল দাস উন্নত 'মোগাই সীন' প্রজাতির জন্য এবং দয়ামতি দেববর্মা তার 'দানা মাইসিঙ্গা' প্রজাতির জন্য। আজ মন্ত্রী সালমা স্থিত কৃষক প্রবীর দাসের জমিতে এঅরসি আলু রোপণ করেন এবং কুলাইয়ে পশ্চিম লালঝড়ি গ্রামে ভুট্টা খেত ও পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপনা দাস পাল, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক সম্ভু লাল চাকমা প্রমুখ।

অঙ্গনওয়াড়িতে অনিয়মের অভিযোগে দিদিমণিকে তালাবন্দি করলো অভিভাবকরা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। মোহনপুরের গজারিয়া গ্রাম বৃহস্পতিবার সকালেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্থানীয় ডিএম কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে। কেন্দ্রের কর্মী শিক্তা পাল—কে একাধিক অভিযোগের পর কেন্দ্রের ভিতরে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখান শিশুদের অভিভাবকরা। দীর্ঘদিন ধরে চলা নানা অনিয়মের প্রতিবাদেই এমন কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন তারা বলে জানা যায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিশুদের জন্য বরাদ্দ পুষ্টিকর খাবার ঠিক সময়ে বা সঠিকভাবে দেওয়া হয় না। কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত শোচনীয় বলে দাবি করেন অনেকে। প্রতি মাসে শিশুদের জন্য চাল, ডালসহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা নিয়মিতভাবে পান না বলেও অভিযোগ উঠে আসে। এক অভিভাবক আরও জানান, নিজের সন্তানের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে গেলে দিদিমণির কাছ থেকে উল্টো হুমকি-ধমকি এবং অশালীন আচরণের শিকার হন তিনি। একই কেন্দ্রের হেল্পার নীলীমা সূত্রধরও দিদিমণির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন। তার দাবি, ''অথবা আমাকে, অথবা দিদিমণিকে বদলি করা হোক''কারণ একইসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামবাসীর কথায়, শিক্তা পাল নাকি কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কারুর নির্দেশকেও মানেন না। এসব আচরণের জেরে স্থানীয়দের ক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং শেষমেশ তাকে কেন্দ্রের ভেতরে তালাবন্দি করে রাখেন অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত সংবাদমাধ্যম কর্মীরা দিদিমণির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, তিনি ক্যামেরার সামনে অস্বাভাবিক আচরণ করেন বলে জানা গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে এবং উচ্চ দফতরের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় গ্রামের মানুষ। গজারিয়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট, স্থানীয় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রের কার্যক্রমে দ্রুত স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জরুরি। শিশুদের পুষ্টি, সুষ্ঠু পরিষেবা এবং কর্মীদের আচরণপ্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। অভিযোগের ন্যায়সঙ্গত তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা না হলে এমন উত্তেজনা ভবিষ্যতেও দেখা দিতে পারে বলে মনে করছে গ্রামবাসী। শিশুদের স্বার্থেই এই সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান জরুরি।

চুরাইবাড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম বহিঃরাজ্যের পাইপলাইন শ্রমিক, পলাতক চালক

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। *চুরাইবাড়ি থানা এলাকার সেলটেক্স বাইপাস সংলগ্ন অঞ্চলে গ্যাস পাইপ লাইনের কাজে নিযুক্ত এক বহিঃরাজ্যের শ্রমিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শিকার হন বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ। ডাম্পার গাড়ি ব্যাক করার সময় সজোরে ধাক্কা লাগায় গুরুতর জখম হন তিনি। পরে অবস্থার বেগতিক দেখে ডাম্পারটি ফেলে ঘটনাস্থল থেকেই পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। ঘটনাস্থল সূত্রে জানা গেছে, শিলচর থেকে আগরতলা গামী গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ চলছিল ওই সময়। শ্রমিক শ্যাম দাস (৩৮), পিতা রামসুখিত দাস, বাড়ি বিহারের মধুবনী জেলার ভেলি গ্রামে, শিবশক্তি কনস্ট্রাকশনের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকা টিআর০১জএটি৬১৮২১ নম্বরের ডাম্পারটি পেছনে যেতে গিয়ে সোজা তার উপর চড়ে বসে। চাকা কোমরের উপর দিয়ে উঠে গেলে তার কোমর ভেঙে যায় এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা তৎক্ষণাৎ কদমতলা দমকলকে খবর দিলে দমকল কর্মীরা দ্রুত পৌঁছে প্রথমে আহত শ্রমিককে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শিলচরে স্থানান্তরিত করা হয়। তার অবস্থা এখনও সংকটজনক বলে জানিয়েছেন সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা। এদিকে, ডাম্পারের চালক দুর্ঘটনার পর গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।*

শনিবার লোকভবন পরিদর্শন করা যাবে

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। *আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীরা লোকভবন পরিদর্শন করতে পারবেন। প্রতি মাসের প্রত্যেক শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা করে ৩টি স্লটে লোকভবন পরিদর্শন করা যাবে। প্রতিটি স্লটে ২৫ থেকে ৩০ জন দর্শনার্থীকে লোকভবন দেখার সুযোগ দেওয়া হবে। দর্শনার্থীদের ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র অথবা আধার কার্ড আনতে হবে। লোকভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।*

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আশ্চক জহর মিয়া

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে জহর মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বোধজংনগর থানার আওতাধীন পশ্চিম নোয়াবাধি আমতলী এলাকায় শেষ রাতে যৌথ অভিযানে তাকে আশ্চক করা হয়। সোনামুড়া, আমতলী ও বোধঞ্চনগর থানার পুলিশ সদস্যরা এ অভিযানে অংশ নেন। প্রসঙ্গত, গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেলবেলায় সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘট নার সূত্রপাত। অভিযোগ অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালান জহর মিয়া। তিনি নাবালিকার বাড়ির পাশেই দেওয়াল নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঘটনার দিনও কাজের অজুহাতে বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বলে জনা গেছে। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, পরিবারের লোকজন বাড়িতে না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে ছাত্রীশ্চির প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের চেষ্টা করেন। তবে নাবালিকা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। তার চিৎকার শুনে ছুশ্চে আসেন ছাত্রীর ঠাকুমা, তাকে দেখেই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পরিবার সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ দ্রুত মামলার নথিভুক্তকরণ সম্পন্ন করে। নতুন বিএনএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং পক্সো আইনের আওতায় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় পুলিশ একাধিক থানার সমন্বয়ে অভিযান চালিয়ে রাতে জহর মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। জানা গেছে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে এবং তাকে আজ আদালতে প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি ঘশ্চনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে, যাতে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা যায়। এ ধরনের ঘশ্চনা এলাকায় উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং তারা দ্রুত বিচার প্রত্যাশা করছেন। পুলিশও আশ্বাস দিয়েছে যে আইনানুগভাবে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে শ্লীলতাহানি যে সমাজের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। এটি শুধু একজন ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তাকেই হুমকির মুখে ফেলে না, বরং মানসিক আঘাত, সামাজিক লজ্জা এবং দীর্ঘমেয়াদি শুভমার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে নাবালিকাদের ওপর এ ধরনের নিরাতন সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

৭ লক্ষ শ্চাকার ব্রাউন সুগার সহ খয়েরপুরের গৃহবধূ আশ্চক!

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরায় নেশা কারবারের জাল দিন দিন ক্রমশ গভীর হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে পুলিশের কঠোর নজরদারির মধ্যেও পাচারচক্রের সদস্যরা নতুন রুশ্চ, নতুন কৌশলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল তেলিয়ামুড়া ঈষা বাড়ি রেল স্টেশন এলাকায়। বৃহস্পতিবার সেখানে যৌথ অভিযানে পুলিশ ও সিক্রেট এজেন্সির সদস্যরা আটক করলেন এক তরুণী গৃহবধূকে, যার কাছ থেকে উদ্ধার হলো প্রায় ৭ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার। সূত্র অনুযায়ী, সিলচর থেকে আগরতলা অভিমুখে যাত্রীবাহী ট্রেনে করে নিষিদ্ধ নেশা দ্রব্য নিয়ে ফিরছিলেন খয়েরপুরের ওই মহিলা। গোপন সূত্রে পাচারচক্রের গতিবিধির খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া ইস্কন দিশাবাড়ি রেল স্শেশনের প্রবেশমুখে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানেই সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে চারটি সুটকেস উদ্ধার হয়, যার ভেতরেই লুকোনো ছিল ব্রাউন সুগার। গ্রেফতারের পরই কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিযুক্ত। সাংবাদিকদের অনুরোধ করেনভিডিও না করতে। দাবি করেন, এ ধরনের কাজ তিনি আগে কখনো করেননি। পরিবারের কেউ জানতে পারলে বিপদ হবে বলেও জানান। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জানা গেছে, মহিলার বাপের বাড়ি সূর্যমণিনগর এলাকায়, আর শ্বশুরবাড়ি খয়েরপুরে। তবে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের মতে, ব্যক্তিগত দাবি যতই থাকুক, এই ঘটনার পিছনে বড়সড় কোনো পাচারচক্রের হাত রয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচারের হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান, বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য রুটের ব্যবহার এবং আর্থিক প্রতিশ্রুতির লোভ মানুষকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে টেনে আনছে। শুধু যুবকরাই নয়, এখন বহু নারীও পাচারকারীদের দলে যুক্ত হচ্ছেযা পুলিশের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ। অভিযুক্ত গৃহবধূ যে বড় কোনো চক্রের অংশ কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় আবারও পরিষ্কার ত্রিপুরায় মাদকবিরোধী লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী নজরদারি জরুরি হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরায় নেশা সংক্রান্ত অপরাধের বিস্তার এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি ধীরে ধীরে একটি সংগঠিত, বিপজ্জনক নেট ওয়ার্কে পরিণত হচ্ছে। খয়েরপুরের গৃহবধূর গ্রেফতার সেই বৃহত্তর সমস্যারই সাম্প্রতিক উদাহরণ। সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী ও গৃহবধূসবাই এখন পাচারচক্রের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই ঘট নার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, কেবল পুলিশি নজরদারি নয়, পুরো সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে নেশা বিরোধী অভিযানে। সচেতনতা, কঠোর আইন প্রয়োগ, আন্তঃরাজ্য অভিযান সব মিলিয়েই ত্রিপুরাকে এই বিপজ্জনক নেশা দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করতে পারে। এখনই উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও বড় বিপদের মুখে পড়ে যাবে।

থালা হাতে পথে বেকার যুবসমাজ! ত্রিপুরায় জেল পুলিশ নিয়োগে ক্ষোভ চরমে

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের বেকারত্ব সমস্যা আবারও শিরোনামে। জেল পুলিশ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঘিরে চার বছরের অপেক্ষার পর ক্ষুব্ধ চাকরি—প্রত্যাশীরা বুধবার অনন্য প্রতিবাদের পথে হাঁটলেন। ভাতের খালি থালা হাতে, ফ্লেক্স নিয়ে তারা পৌঁছে যান আগরতলার কারা দপ্তরের সামনে। দাবি একটাই প্রতিশ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা হোক। ২০১৯—২২ সাল জুড়ে রাজ্যে একাধিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলেও বাস্তবে নিয়োগের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্যএমনই অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। তাদের দাবি, সরকার বড় বড় অনুষ্ঠান, উৎসব ও মনোরঞ্জনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও হাজার হাজার বেকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাসীন। জেল ওয়ার্ডার বা জেল পুলিশ পদে নিয়োগ তার বড় উদাহরণ। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ২০২১ সালে ফিজিক্যাল টেস্ট সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে ২৪৯ জন প্রার্থীর নিয়োগ আজও ঝুলে আছে। চার বছর ধরে একাধিকবার 'আজ—কাল ঘোষণা হবে' আশ্বাস দেওয়া ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কার্যত কোনো সাড়াই পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে ২০২২ সালের জেল পুলিশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পর প্রায় ১২ হাজার প্রার্থী শারীরিক পরীক্ষায় অংশ নিলেও এখনও পর্যন্ত রিটেন বা মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়নি, ফলে পুরো প্রক্রিয়াই অচল হয়ে রয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এতদিন তারা শান্তিপূর্ণভাবে স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন দিয়েছেন। কিন্তু ফল না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই প্রতীকী প্রতিবাদে নামতে হয়েছে। তাদের বক্তব্য, "অন্যান্য রাজ্যে নিয়মিত নিয়োগ হলেও ত্রিপুরায় বছরের পর বছর ধরে চাকরির আশা দেখিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে।" চাকরিপ্রার্থীরা বিশেষভাবে কারা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, রাজ্যের তরুণ সমাজকে এই দীর্ঘ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিতে অবিলম্বে রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ সম্পন্ন করা হোক। তাদের মতে, বেকারত্বের কঠোর বাস্তবতা আড়ালে ঢাকা যায় না কিছু প্রতীকী অফার লেটার বিলি করে বা সরকারের প্রচারমুখী বক্তব্যেমাঠের বাস্তবতা ভিন্ন গল্প বলে।আন্দোলনকারীদের বক্তব্যে পরিষ্কারতারা লড়াই চালিয়ে যাবেন, যতদিন না সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়। ত্রিপুরার বেকারত্ব সমস্যা আজ শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, রাজ্যের তরুণ সমাজের মানসিক চাপ, অনিশ্চয়তা ও হতাশার প্রতিদিনের বাস্তবতা। বছরের পর বছর ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকা, পরীক্ষার পরও শেষ না হওয়া ফলাফল, এবং প্রতিশ্রুতি—নির্ভর প্রশাসনিক আচরণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সরকার মাঝে মাঝে অল্প সংখ্যক নিয়োগপত্র দিয়ে উন্নতির দাবি করলেও প্রকৃত অর্থে একটি স্থায়ী ও স্বচ্ছ নিয়োগনীতি এখনও দৃশ্যমান নয়।রাজ্যের উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন বেকার যুবক—যুবতীদের দক্ষতা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। স্বচ্ছ, সময়নিষ্ঠ এবং দায়িত্বশীল নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই ত্রিপুরার তরুণ সমাজের হারানো আস্থা ফিরে আসবে। বেকারত্বের মতো গভীর সামাজিক সমস্যার সমাধান কেবল প্রতিশ্রুতিতে নয়কার্যকর পদক্ষেপেই সম্ভব।

বিশালগড়ে শুরু হলো একতা পদযাত্রা, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। *বিশালগড় বাইদ্যাদিঘী স্কুল মাঠ*

সংলগ্ন কালীমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে আজ শুরু হলো একতা পদযাত্রা। আগামী ছয় দিন ধরে এই পদযাত্রা বিশালগড় বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রতিটি বুথ পরিক্রমা করবে। পদযাত্রার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, ঐক্যবদ্ধ বিশালগড়, উন্নত বিশালগড়এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পদযাত্রা শেষে একটি বৃহৎ জনসভার মাধ্যমে এই কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটবে।বিধায়কের দাবি,বিশালগড়ের জনগণের উন্নয়ন, শাসকদলের অবস্থান শক্তিশালী করা এবং একটি আরও শক্তিশালী বিশালগড় গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

মোহনপুরে নেশার রমরমা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন প্রশাসন কি নির্বিকার?

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশামুক্ত করার স্বপ্ন শাসকদল মুখে মুখে প্রচার করলেও, বাস্তবে গোশ্চা রাজ্য যেন দিন দিন নেশার সাগরে তলিয়ে যাচ্ছেএমনই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। রাজ্যের একাংশ শাসক দলীয় নেতা---মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে এবং প্রশাসনের কিছু কর্তাদের নীরব সমর্থনে রাজ্যের নানা প্রান্তে নেশার ব্যবসা যে গ্মেরদার হচ্ছে, তা এখন আর গোপন নয়। ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আগ্মআমরা দায়িত্ব নিয়ে আলোকপাত করছি কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথের বিধানসভা এলাকার এক উদ্বেগজ্মনক পরিস্থিতির দিকে।মোহনপুরে গাঁগ্মা চাষ বা নেশা সামগ্রির রমরমা নতুন ঘশ্চনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ প্রচলিত। তবে নগ্মরকাড়া বিষয় হলোমোহনপুর পুরো পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নোয়াগাঁও এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁগ্মা বাগান বর্তমানে প্রকাশ্যে বিকশিত হচ্ছে। গ্মনমানসে প্রচলিত অভিযোগ, এই গাঁগ্মা বাগানের মালিক নাকি স্থানীয় বিধায়ক তথা বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য এবং মন্ডল নেতাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এছাড়াও একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও সামনে আসছে, যারা একদিকে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে মোহনপুরে নেশার গ্মল ছড়িয়ে আরও গভীর সংকশ্চ তৈরি করছেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। থানা থেকে মাত্র চার থেকে পাঁচশো মিশ্চার দূরে এমন গাঁগ্মা চাষ চললেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের কথায়শাসকদলীয় নেতাদের তোষণ করা ছাড়া পুলিশের আর কোনো কাগ্ম যেন নেই।যদিও স্থানীয় পুলিশ নীরব, এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রীও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁশ্চেছেনতবে গ্মনমানুষ যে চুপ নেই, তা স্পষ্ট। মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলতে প্রস্তুতএশ্চাই এখন এলাকাবাসীর স্পষ্ট ইঙ্গিত।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751